ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

টিসিবি'র ফ্যামিলি কার্ড কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

মুহাঃ নূরুজ্জামান ফরহাদ, কাওসার আহমেদ, মো. মোস্তফা কামাল, মোহাম্মদ নূরে আলম, মো. জুলকারনাইন

১১ আগস্ট ২০২২

টিসিবি'র ফ্যামিলি কার্ড কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা তত্ত্বাবধান

শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, গবেষণা ও পলিসি*

গবেষণা দল

মুহাঃ নূরুজ্জামান ফরহাদ, *রিসার্চ এসোসিয়েট-কোয়ান্টিটেটিভ*

কাওসার আহমেদ, *রিসার্চ এসোসিয়েট-কোয়ান্টিটেটিভ*

মো. মোস্তফা কামাল, *রিসার্চ এসোসিয়েট-কোয়ালিটেটিভ*

মোহাম্মদ নূরে আলম, রিসার্চ ফেলো, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

মো. জুলকারনাইন, *রিসার্চ ফেলো, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), (পুরানো ২৭)
ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: +৮৮০ ২ ৪৮১১৩০৩২, ৪৮১১৩০৩৩ , ৪৮১১৩০৩৬
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৪৮১১৩১০১

ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
মুখবন্ধ	৪
প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা	**৫-৭**
১.১ গবেষণা প্রেক্ষাপট	৫
১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা	৬
১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য	৬
১.৪ গবেষণা পরিধি	৬
১.৫ গবেষণা পদ্ধতি	৬
দ্বিতীয় অধ্যায়: গবেষণা ফলাফল: ফ্যামিলি কার্ডে তালিকাভুক্তি	**৮-১১**
২.১ গৃহীত উদ্যোগসমূহ	৮
২.২ ফ্যামিলি কার্ড উপকারভোগীর তালিকাভুক্তি ও পণ্য বিক্রয় প্রক্রিয়া	৮
২.৩ ফ্যামিলি কার্ড উপকারভোগীদের তালিকাভুক্তিতে চ্যালেঞ্জ	৯
২.৩.১ তালিকাভুক্তিতে অনিয়ম-দুর্নীতি	১০
২.৩.২ আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ব্যক্তিদের তালিকাভুক্তি	১১
তৃতীয় অধ্যায়: ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে পণ্য ক্রয়	**১২-১৭**
৩.১ ফ্যামিলি কার্ডে পণ্য ক্রয়ে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ	১২
৩.১.১ প্যাকেজের পণ্যের পরিমাণ ও মূল্য নির্ধারণে অতি দরিদ্র ব্যক্তিদের সামর্থ্য বিবেচনা না করা	১২
৩.১.২ পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চ্যালেঞ্জ ও টিসিবি'র সক্ষমতার ঘাটতি	১৩
৩.১.৩ বিক্রয় কেন্দ্র/পয়েন্ট থেকে পণ্য ক্রয়ে অনিয়ম-দুর্নীতি	১৫
৩.১.৪ বিক্রয় কেন্দ্র/পয়েন্ট থেকে নিম্নমানের পণ্য বিক্রয়	১৫
৩.১.৫ বিক্রয় কেন্দ্র/পয়েন্ট থেকে পণ্য বিক্রয়ে পরিমাণে/ওজনে কম দেওয়া	১৬
৩.২ তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ	১৬
৩.৩ জবাবদিহি ব্যবস্থায় ঘাটতি	১৬
চতুর্থ অধ্যায়: সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ	**১৮**
৪.১ সার্বিক পর্যবেক্ষণ	১৮
৪.২ সুপারিশ	১৮

মুখবন্ধ

বাংলাদেশে ২০২০ সালের ৮ মার্চ সর্বপ্রথম করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তি চিহ্নিত হওয়ার পর বিভিন্ন সময়ে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে কয়েক দফায় মানুষের চলাচল ও বিভিন্ন কার্যক্রমের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। এই সময়ে আরোপিত 'লকডাউন' বা বিধিনিষেধ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কারণে দেশের অর্থনীতি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। বিশেষ করে এই সময়ে স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। করোনা ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে চলাচল ও বিভিন্ন কার্যক্রমে দ্বিতীয় দফায় (এপ্রিল-আগস্ট ২০২১ পর্যন্ত) বিধিনিষেধ আরোপের ফলে নির্ভরযোগ্য প্রাক্কলন অনুযায়ী বাংলাদেশে ৩ কোটির বেশি মানুষ নতুন করে দরিদ্র হয়েছে। করোনা ভাইরাসের অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় এবং অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে বাংলাদেশ সরকার মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিভিন্ন সহায়তা কর্মসূচি গ্রহণ করে।

সাম্প্রতিককালে আন্তর্জাতিক সংকটসহ বিভিন্ন কারণে অর্থনীতির ওপর করোনা ভাইরাস উদ্ভূত বহুমুখী চ্যালেঞ্জ ব্যাপকতর হয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য ব্যাপক হারে বেড়ে গিয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজারে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ সরকার রমজান মাসকে সামনে রেখে ২০২২ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) কর্তৃক নিম্ন আয়ের এক কোটি পরিবারকে 'ফ্যামিলি কার্ড' প্রদানের মাধ্যমে ভর্তুকি মূল্যে পণ্য সরবরাহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ বিশেষত দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্যে গৃহীত কার্যক্রমে অভিগম্যতা ও সুশাসনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করা টিআইবি'র প্রাধান্যের অংশ। এর ধারাবাহিকতায় টিসিবি'র 'ফ্যামিলি কার্ড' কর্মসূচি বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা ও গবেষণাভিত্তিক অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে এই গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

গবেষণায় দেখা যায়, সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের সক্ষমতা যাচাইপূর্বক যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি না নিয়েই দ্রুত ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচিটি গ্রহণের ফলে বিভিন্ন পর্যায়ে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ছিল। এছাড়া স্বচ্ছতার ঘাটতি ও অনিয়ম-দুর্নীতিসহ পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহিতার ঘাটতির ফলে একদিকে লক্ষিত উপকারভোগীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ফ্যামিলি কার্ড তালিকা থেকে বাদ পড়ে গিয়েছে, অন্যদিকে উপকারভোগীদের চাহিদা, পণ্য ক্রয়ের সামর্থ্য, এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তির বিষয়গুলো যথাযথভাবে বিবেচনা না করায় দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে এই ইতিবাচক উদ্যোগের সুফল যথাযথভাবে পৌঁছায়নি, যা এই কর্মসূচির উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করেছে। আবার তথ্য প্রকাশ ও প্রচারে ঘাটতি থাকার কারণে লক্ষিত উপকারভোগীদের উল্লেখযোগ্য অংশ এই কার্যক্রমের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এর পাশাপাশি কর্মসূচিতে অভিযোগ নিরসন, পরিবীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকায় দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের জবাবদিহির আওতায় আনা সম্ভব হয়নি।

'ফ্যামিলি কার্ড' কার্যক্রমের সেবাগ্রহীতা, কার্যক্রমের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিশেষজ্ঞ, যারা তাঁদের মূল্যবান মতামত, অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন বিষয়ে পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে এই গবেষণা প্রতিবেদনকে তথ্যসমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এই গবেষণা সম্পন্ন করেছেন টিআইবি'র গবেষক মুহাঃ নূরুজ্জামান ফরহাদ, কাওসার আহমেদ, মো. মোস্তফা কামাল, মোহাম্মদ নূরে আলম এবং মো. জুলকারনাইন। টিআইবি'র উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, এবং গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান এই গবেষণা কার্যক্রমের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। গবেষণার তত্ত্বাবধান এবং প্রতিবেদন সম্পাদনা ও পরিমার্জন করেছেন সিনিয়র রিসার্চ ফেলো শাহজাদা এম আকরাম। এছাড়া মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতাকারী এবং খসড়া প্রতিবেদনের ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য অন্যান্য সহকর্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই গবেষণার ফলাফল ও সুপারিশের আলোকে সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারকগণ 'ফ্যামিলি কার্ড' সহ ভবিষ্যতে এধরনের জনকল্যাণমূলক অন্যান্য কর্মসূচিতে সুশাসন নিশ্চিত করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। গবেষণা প্রতিবেদন সম্পর্কে পাঠকের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১.১ গবেষণার প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে ২০২০ সালের ৮ মার্চ সর্বপ্রথম করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তি চিহ্নিত হয়।[১] এর পরবর্তী সময়ে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে কয়েক দফায় মানুষের চলাচল ও বিভিন্ন কার্যক্রমের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। এই সময়ে আরোপিত 'লকডাউন' বা বিধিনিষেধ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কারণে দেশের অর্থনীতি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। বিশেষ করে এই সময়ে স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সরকারি হিসাবে করোনার প্রভাবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে দরিদ্র্যের হার ২৯ দশমিক ৫ শতাংশে উন্নীত হয়, যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ছিল ২০ দশমিক ৫ শতাংশ। অর্থাৎ এক বছরে নয় শতাংশ (প্রায় ৪৫ লক্ষ) মানুষ নতুন করে দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে গেছে।[২] তবে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-এর মতে, করোনার প্রভাবে আয় কমে যাওয়ায় সার্বিকভাবে দারিদ্র্যের হার ৩৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।[৩] করোনাভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে চলাচল ও বিভিন্ন কার্যক্রমে দ্বিতীয় দফায় (এপ্রিল-আগস্ট ২০২১ পর্যন্ত) বিধিনিষেধ আরোপের ফলে বাংলাদেশে নতুন করে ৩ দশমিক ২ কোটি মানুষ দরিদ্র হয়েছে বলে অপর একটি গবেষণায় উল্লেখ করা হয়।[৪]

করোনাভাইরাসের অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে বাংলাদেশ সরকার মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান, উদ্যোক্তা, কৃষকদের জন্য প্রণোদনা এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন সহায়তা কর্মসূচি গ্রহণ করে, যে প্রক্রিয়া এখনো চলমান,[৫] যদিও দরিদ্র মানুষের পরিস্থিতির কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন হয়নি। করোনার প্রকোপ হ্রাস পাওয়ার পর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালু হলে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়।[৬] তবে ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ এ ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন এবং উদ্ভূত বহুমুখী আন্তর্জাতিক অস্থিতিশীলতার ফলে ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতি, ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন ও রিজার্ভের ওপর সৃষ্ট চাপ এবং অর্থনীতির ওপর নানামুখী চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে। এর সাথে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজারে অব্যবস্থাপনা, দুর্বল মনিটরিং, অতিমুনাফালোভী ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট, বাজারের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণহীনতা ইত্যাদির কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়।[৭] উল্লিখিত পরিস্থিতিতে উদ্ভূত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে মানুষের আয় আবার কমে গিয়েছে এবং দেশে নতুন করে আরও ২১ লাখ মানুষ দরিদ্র হয়ে পড়েছে।[৮] মানুষের আয় কমে যাওয়ায় এবং নিত্যপণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষ পণ্য কেনা কমিয়ে দিয়েছে, নিম্নমানের পণ্য কিনছে বা একেবারে বাদ দিয়েছে।[৯] এ পরিস্থিতিতে সরকার ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) এর মাধ্যমে নিম্ন আয়ের মানুষদের কাছে ভর্তুকি মূল্যে পণ্য বিক্রয় কার্যক্রম হাতে নেয়।

টিসিবি'র উদ্দেশ্য হচ্ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের আপদকালীন মজুদ এবং প্রয়োজনীয় সময়ে ভোক্তা সাধারণের কাছে সাশ্রয়ী মূল্যে/ভর্তুকি মূল্যে পণ্য সরবরাহের মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা।[১০] বাংলাদেশের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজারে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ সরকার রমজান মাসকে সামনে রেখে ২০২২ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে টিসিবির মাধ্যমে নিম্ন আয়ের এক কোটি পরিবারকে 'ফ্যামিলি কার্ড' প্রদানের মাধ্যমে সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য সরবরাহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর মধ্যে করোনা কালে '২,৫০০ টাকা নগদ সহায়তা'

---

[১] টিআইবি, 'করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ: গবেষণা প্রতিবেদন,' ঢাকা, ১৫ জুন ২০২০, বিস্তারিত জানতে দেখুন: https://www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/research-policy/96-fact-finding-studies/5894-2020-06-15-05-06-11

[২] *The Daily Star*, 'With Covid-19 hitting the poorest hardest, we must help them recover', 11 September 2020, বিস্তারিত দেখুন: https://www.thedailystar.net/opinion/news/covid-19-hitting-the-poorest-hardest-we-must-help-them-recover-1959185

[৩] প্রথম আলো, "করোনার কারণে দারিদ্র্য বেড়ে ৩৫ শতাংশ হয়েছে: সিপিডি", ৭ জুন, ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://tinyurl.com/y9w5l8lw

[৪] ডয়েচেভেলে, কোভিড ইন বাংলাদেশ: হাই হ্যাভ লকডাউনস প্লাঙ্কজড মিলিয়ন ইনটু পোভার্টি, ১৬ নভেম্বর ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://www.dw.com/en/covid-in-bangladesh-how-have-lockdowns-plunged-millions-into-poverty/a-59835993

[৫] টিআইবি, করোনা ভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ: দ্বিতীয় পর্ব, ১০ নভেম্বর ২০২০, ঢাকা, বিস্তারিত দেখুন: https://www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/research-policy/96-fact-finding-studies/6197-2020-11-10-04-21-36

[৬] প্রথম আলো, দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিতে নতুন দরিদ্র ২১ লাখ মানুষ: পিপিআরসি-বিআইজিডি, ৫ জুন ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://www.prothomalo.com

[৭] ডয়েচেভেলে, ইউক্রেনের অজুহাতে দ্রব্যমূল্যে আরো আগুন, ৪ মার্চ ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://p.dw.com/p/4827j

[৮] প্রথম আলো, দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিতে নতুন দরিদ্র ২১ লাখ মানুষ: পিপিআরসি-বিআইজিডি, ৫ জুন ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://www.prothomalo.com

[৯] প্রাগুক্ত

[১০] ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি), বিস্তারিত দেখুন: http://www.tcb.gov.bd/site/page/f6f91ece-efeb-4389-a69d-3bd5215e0001/-

কর্মসূচির আওতাভুক্ত উপকারভোগীদের ৩৮ লাখ ৫০ হাজার উপকারভোগীদের সবাই এবং নতুন করে ৬১ লাখ ৫০ হাজার নতুন উপকারভোগী এই কর্মসূচির আওতায় আনা হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।[১১]

১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা

ইতোপূর্বে টিআইবি'র গবেষণাসহ[১২] গণমাধ্যমে করোনার অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত '২,৫০০ টাকা নগদ সহায়তা' এবং '১০ টাকা কেজি দরে চাল বিক্রয়' কর্মসূচিতে অনিয়ম-দুর্নীতিসহ বিভিন্ন সুশাসনের ঘাটতি চিহ্নিত করা হয়েছিল। টিসিবি'র এই ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচির কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর এই কর্মসূচিতেও তালিকাভুক্ত হওয়া থেকে শুরু করে সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য ক্রয় পর্যন্ত দরিদ্র জনগণের নানা প্রকার হয়রানি, বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির সংবাদ গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ হয়েছে। এসব জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশেষত দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্যে গৃহীত কার্যক্রমে প্রবেশগম্যতা ও সুশাসনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করা টিআইবি'র অব্যাহত কার্যক্রমের অংশ। এর ধারাবাহিকতায় টিসিবি'র 'ফ্যামিলি কার্ড' কর্মসূচি বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা ও গবেষণাভিত্তিক অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে এই গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য টিসিবি'র ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচির মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় কার্যক্রম সুশাসনের দৃষ্টিভঙ্গীতে পর্যালোচনা করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে -

- উপকারভোগী হিসেবে তালিকাভুক্তি ও সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতিসহ সুশাসনের ঘাটতি চিহ্নিত করা
- লক্ষিত জনগোষ্ঠীর অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তির চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা
- কার্যক্রমে উদ্ভূত সুশাসনের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সুপারিশ প্রদান করা।

১.৬ গবেষণা পরিধি

ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচির উপকারভোগী হিসেবে প্রাথমিকভাবে বিবেচনায় থাকা অন্যান্য সামাজিক কর্মসূচির আওতার বাইরে থাকা অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিবেচনায় ইতোপূর্বে "২৫০০ টাকা নগদ সহায়তা" প্রাপ্ত পরিবারগুলোকেই এই জরিপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচির বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে উপকারভোগীর তালিকা প্রণয়ন, কার্ড বিতরণ এবং সরবরাহকৃত কার্ডের মাধ্যমে টিসিবি'র নির্ধারিত বিক্রয় কেন্দ্র হতে পণ্য ক্রয় বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১.৫ গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণাটি মূলত মিশ্র পদ্ধতিনির্ভর। গুণগত ও পরিমাণগত তথ্য এই গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে এই গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে। কর্মসূচির ধরন ও মেয়াদ বিবেচনায় এটি দ্রুতসম্পাদিত একটি গবেষণা।

১.৫.১ প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস

প্রত্যক্ষ তথ্য হিসেবে ফ্যামিলি কার্ডের লক্ষিত উপকারভোগীদের কাছ থেকে কর্মসূচিতে তালিকাভুক্তি ও টিসিবি কেন্দ্র হতে পণ্য ক্রয়ের অভিজ্ঞা টেলিফোন জরিপের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে, এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে উপকারভোগীদের কাছ থেকে গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে কর্মসূচি বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১.৫.২ ফ্যামিলি কার্ডের উপকারভোগীদের অভিজ্ঞতা জরিপ

ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে পণ্য ক্রয়ের অভিজ্ঞতা বিষয়ক জরিপের তথ্য সংগ্রহের জন্য নিম্নোক্ত সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে-

---

[১১] দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, রমজানে এক কোটি পরিবারকে ভর্তুকি মূল্যে খাদ্য সরবরাহ করবে সরকার, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://www.tbsnews.net/bangla/83335

[১২] টিআইবি, করোনা ভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ: দ্বিতীয় পর্ব, ১০ নভেম্বর ২০২০, ঢাকা, বিস্তারিত দেখুন: https://www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/research-policy/96-fact-finding-studies/6197-2020-11-10-04-21-36

$$n = \frac{z^2 \times p \times (1-p)}{e^2}$$

$$n = \frac{1.96^2 \times 0.5 \times (1-0.5)}{0.03^2}$$

$$n = 1067$$

এখানে,
n=নমুনার আকার
Z=১.৯৬ (৯৫% Confidence Interval এর জন্য)
p=priory proportion=৫০%
e=error of margin= ৩%

উল্লিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে মোট নমুনা আকার দাঁড়ায় ১,০৬৭ জন উপকারভোগী। টিআইবি'র পূর্বের একটি গবেষণার জরিপ কাজের জন্য জেলা পর্যায় থেকে সংগৃহীত[১৩] '২,৫০০ টাকা নগদ সহায়তা' কর্মসূচির উপকারভোগীদের তালিকা হতে কাঙ্ক্ষিত সংখ্যক নমুনা পেতে 'নন-রেসপন্স' বিবেচনায় নিয়ে নিয়মতান্ত্রিক দৈবচয়নের মাধ্যমে ১,৫০০ জন উপকারভোগী তালিকা তৈরি করা হয় এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য যোগাযোগ করা হয়। এর মধ্যে চূড়ান্তভাবে মোট ১,০৪৭ জন উপকারভোগী জরিপে অংশগ্রহণ করে। এক্ষেত্রে মোট ৩৫টি জেলা থেকে ৩০-৩৫ জন করে উপকারভোগী এই জরিপে অংশগ্রহণ করে।

১.৫.৩ পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস

সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর/কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য, এবং গণমাধ্যমে (প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক) প্রকাশিত প্রতিবেদন সংগ্রহ, যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনা করে এই গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে।

১.৫.৪ তথ্য সংগ্রহের সময়কাল

এই গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্য এপ্রিল থেকে জুন, ২০২২ সময়কালে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই গবেষণার জরিপ কার্যক্রমটি ১৮ থেকে ২৬ এপ্রিল, ২০২২ এর মধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে।

[১৩] টিআইবি'র 'করোনা ভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ: দ্বিতীয় পর্ব'-এর গবেষণার জরিপ কার্যক্রমের জন্য ২০২০ সালের আগস্ট মাসে জেলা পর্যায় থেকে '২৫০০ টাকা নগদ সহায়তা' কর্মসূচির উপকারভোগীর তালিকা সংগ্রহ করা হয় এবং নির্বাচিত নমুনা থেকে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

গবেষণার ফলাফল: ফ্যামিলি কার্ডে তালিকাভুক্তি

বাংলাদেশে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির ফলে চাহিদা অনুযায়ী নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়ে। সাধারণত রমজান মাসের পূর্বে কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। এর সাথে বাজার অব্যবস্থাপনা, দুর্বল মনিটরিং, ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট, বাজারের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণহীনতা ইত্যাদির কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়।[১৪] এমতাবস্থায় ২০২২ সালের রমজানের পূর্বে এবং মাঝামাঝি সময়ে (মার্চ-এপ্রিল মাসে) দুই দফায় বাংলাদেশ সরকার টিসিবির মাধ্যমে নিম্ন আয়ের এক কোটি পরিবারের কাছে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে সাশ্রয়ী বা ভর্তুকি মূল্যে রমজানে চাহিদা বাড়ে এমন পণ্য (ভোজ্য তেল, চিনি, ছোলা, ডাল, পেঁয়াজ ইত্যাদি) বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

২.১ গৃহীত উদ্যোগসমূহ

প্রাথমিকভাবে শুধু '২,৫০০ টাকা নগদ সহায়তা' কর্মসূচির আওতায় আসা উপকারভোগীদের (৩৮ লাখ ৫০ হাজার) ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তবে পরবর্তীতে আরও ৬১ লাখ ৫০ হাজার পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করে মোট এক কোটি দরিদ্র পরিবারকে এই কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।[১৫] এই কর্মসূচিতে মোট এক কোটি পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করায় দেশের চার থেকে পাঁচ কোটি মানুষকে (মোট জনসংখ্যার ২৫-৩০ শতাংশ) স্বল্প/ ভর্তুকি মূল্যে পণ্য ক্রয়ের সুবিধার আওতায় আসার সুযোগ করে দেওয়া হয়। ফলে দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা প্রায় সকল মানুষের এই কর্মসূচির আওতায় আসার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিটি পরিবারের কাছে রমজানের শুরুতে এবং রমজানের মাঝামাঝি সময়ে দুই দফায় প্রায় ৫৫০ টাকা ভর্তুকি দিয়ে (দুই দফায় ১,৫৭০ টাকার পণ্য ১,০২০ টাকায় বিক্রয়) রমজানের সময় সাধারণত মূল্য বৃদ্ধি হয় এমন চারটি পণ্য বিক্রয় করা হয়। বাংলাদেশের সকল জেলা বা উপজেলা পর্যায়ে এত অধিক সংখ্যক মানুষের কাছে পণ্য বিক্রয়ে টিসিবি'র সক্ষমতা না থাকলেও স্থানীয় প্রশাসন ও অন্য কর্মসূচির সহায়তায় গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়।[১৬]

২.২ ফ্যামিলি কার্ড উপকারভোগীর তালিকাভুক্তি ও পণ্য বিক্রয় প্রক্রিয়া

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এক কোটি ফ্যামিলি কার্ড উপকারভোগীর তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে '২৫০০ টাকা নগদ সহয়তা' প্রাপ্ত পরিবারের ডাটাবেজ ব্যবহার করা হয়েছে। এর সাথে জনসংখ্যা ও দারিদ্র্যের সূচকের ভিত্তিতে জেলা ও উপজেলাগুলোর উপকারভোগীর সংখ্যা নির্ধারণ করে নতুন পরিবারের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। তবে ঢাকা সিটি করপোরেশন এলাকার ১২ লাখ এবং বরিশাল সিটি করপোরেশনের ৯০ হাজার পরিবারকে কার্ড দেওয়া সম্ভব হয়নি, এক্ষেত্রে ভ্রাম্যমান ট্রাকের মাধ্যমে টিসিবির পণ্য বিক্রয় করা হয়।[১৭] তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক, ইউএনও, সিটি কর্পোরেশনের মেয়রসহ বিভিন্ন পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিগণ এই কার্যক্রমে সম্পৃক্ত ছিল। প্রথমে জনপ্রতিনিধিরা তালিকা তৈরি করেছেন এবং পরে ইউএনও/জেলা প্রশাসক তা যাচাই ও অনুমোদন করেছেন। এই তালিকা যাচাই-বাছাই করে দ্বৈততা পরিহার করে তালিকা চূড়ান্ত করা হয়। চূড়ান্তভাবে তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের কার্ড প্রস্তুত করে তাদের মধ্যে কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। কার্ড বিতরণের পর কবে ও কোথায় পণ্য বিক্রয় করা হবে তা তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়।

[১৪] ডয়েচেভেলে, ইউক্রেনের অজুহাতে দ্রব্যমূল্যে আরো আগুন, ৪ মার্চ ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://p.dw.com/p/4827j
[১৫] দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, রমজানে এক কোটি পরিবারকে ভর্তুকি মূল্যে খাদ্য সরবরাহ করবে সরকার, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://www.tbsnews.net/bangla/83335
[১৬] সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার হতে প্রাপ্ত তথ্য।
[১৭] প্রথম আলো, এক কোটি পরিবার টিসিবির পণ্য পাবে দুই ধাপে, রোববার শুরু, ১৯ মার্চ ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://tinyurl.com/2wkddyu2

চিত্র ১: ফ্যামিলি কার্ডের উপকারভোগীর তালিকা প্রণয়ন, বিতরণ ও পণ্য বিক্রয়ের ধাপসমূহ

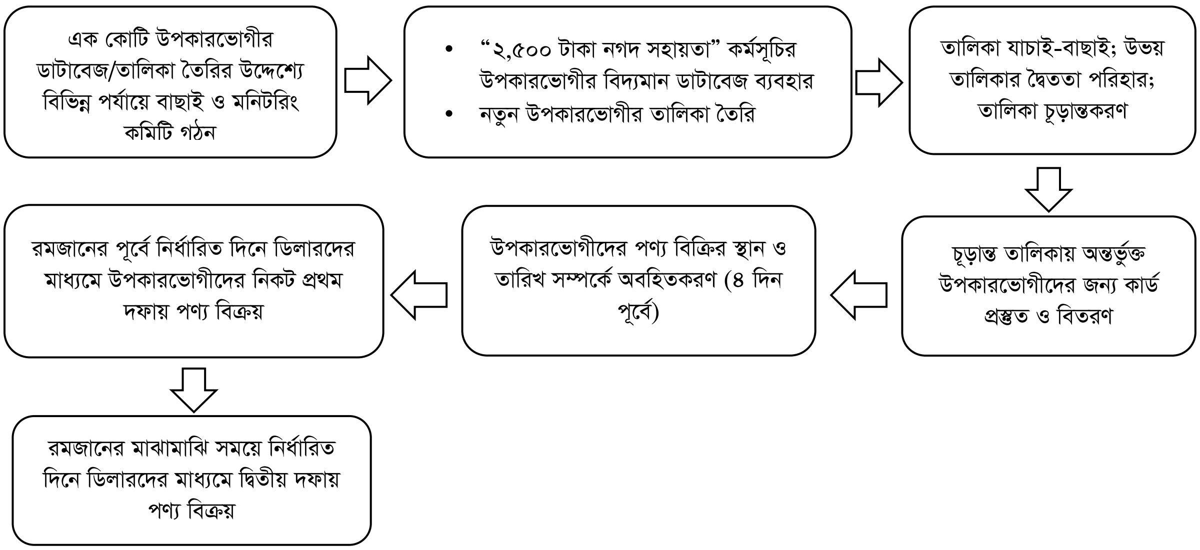

পরবর্তীতে দুই ধাপে ফ্যামিলি কার্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিকট টিসিবির পণ্য বিক্রয় করা হয়। প্রথম ধাপে ২০ থেকে ৩০ মার্চ ২০২২ এবং দ্বিতীয় ধাপে ৩ থেকে ২০ এপ্রিল সময়ে এই পণ্য বিক্রয় করা হয়।[১৮] জরিপে ‘২৫০০ নগদ সহায়তা’ প্রাপ্ত উপকারভোগী যাদের সকলে ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা তাদের কাছ থেকে ফ্যামিলি কার্ডে তালিকাভুক্তি, কার্ডপ্রাপ্তি ও পণ্য ক্রয় সংক্রান্ত সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণে দরিদ্র পরিবারগুলোর তালিকাভুক্তি, ফ্যামিলি কার্ড প্রাপ্তি এবং সাশ্রয়ীমূল্যে পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতিসহ সুশাসনের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। নিচে গবেষণায় প্রাপ্ত ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচির বিভিন্ন পর্যায়ে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ তুলে ধরা হলো।

২.৩ ফ্যামিলি কার্ড উপকারভোগীদের তালিকাভুক্তিতে চ্যালেঞ্জ

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে জারিকৃত একটি পরিপত্রে টিসিবি’র উপকারভোগী বাছাই ও পণ্য বিক্রয় কার্যক্রম সংক্রান্ত জেলা মনিটরিং কমিটির নির্ধারিত কার্যক্রমে উপকারভোগীর ডাটাবেজ প্রণয়ন বিষয়ে বলা হয়েছে যে, করোনাকালীন সময়ে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নগদ সহায়তা প্রদানের জন্য প্রণীত ডেটাবেইজ ব্যবহার করতে হবে (যা বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সরবরাহ করবে)। এর সাথে জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রেরিত উপজেলাভিত্তিক বিভাজন অনুযায়ী পূর্বের ন্যায় নতুন অতিরিক্ত ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে।[১৯] প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ এ অনুষ্ঠিত একটি সভায় কোভিড-১৯ মহামারির সময় নগদ প্রণোদনা পাওয়া ৩৫ লাখ দরিদ্র কর্মহীন পরিবারকে টিসিবি’র ভর্তুকি মূল্যের পণ্য পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে রমজানে এই ৩৫ লাখ পরিবারের সাথে আরও ৬৫ লাখ পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করে মোট এক কোটি পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়, করোনাকালে প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার হিসেবে নগদ অর্থ সহায়তা দেওয়ার জন্য ৫০ লাখ পরিবারের একটি তালিকা করা হয়েছিল। তালিকায় পেনশনার, সরকারি চাকরিজীবী, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের নাম থাকায় তা নিয়ে বিতর্ক দেখা দিলে যাচাই-বাছাই শেষে ৩৫ লাখ পরিবারকে নগদ সহায়তা দেওয়া হয়। পরে সড়ক পরিবহন, নৌ পরিবহন শ্রমিক, নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আরও সাড়ে ৩ লাখ মানুষকে নগদ সহায়তা দেয় সরকার। রমজানে যে এক কোটি পরিবারকে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে খাদ্য সহায়তা পাবে, তার মধ্যে এই সাড়ে ৩৮ লাখ পরিবার অন্তর্ভুক্ত থাকার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[২০]

তবে এই গবেষণার জরিপে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, জরিপে অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতা যারা ইতোপূর্বে ২,৫০০ টাকা নগদ সহায়তা পেয়েছিলেন তাদের ৩৯ দশমিক ৫ শতাংশ ফ্যামিলি কার্ড পাননি। যারা কার্ড পাননি তাদের ৮০.৪ শতাংশ অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে বাদ দেওয়া হয়েছে বলে জানান (চিত্র ২)।

---

[১৮] প্রাগুক্ত ...

[১৯] বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পরিপত্র-১, নং-২৬.০০.০০০০.১১৩.০৬.০৩৯.২০.৮৪, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২

[২০] দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, রমজানে এক কোটি পরিবারকে ভর্তুকি মূল্যে খাদ্য সরবরাহ করবে সরকার, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://www.tbsnews.net/bangla/83335

চিত্র ২: ফ্যামিলি কার্ড থেকে বাদ পড়ার কারণ

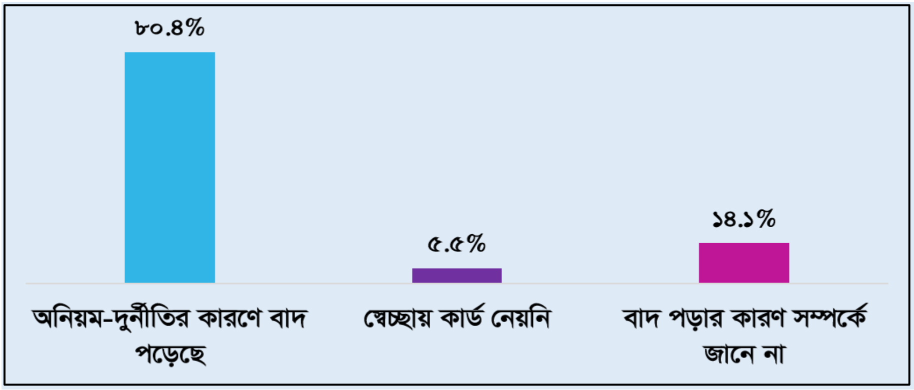

জরিপে দেখা যায়, নারী উত্তরদাতাদের ৩৪ দশমিক ৪ শতাংশ এবং পুরুষ উত্তরদাতাদের ৩১ দশমিক ৪ শতাংশ অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে ফ্যামিলি কার্ড এর তালিকা থেকে বাদ পড়েছে।

২.৩.১ তালিকাভুক্তিতে অনিয়ম-দুর্নীতি

জরিপে ফ্যামিলি কার্ড না পাওয়া উত্তরদাতাদের মতে কার্ড না পাওয়ার উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার ঘাটতি বা তথ্য প্রচারে ঘাটতি। নগদ সহায়তাপ্রাপ্ত সকল উপকারভোগী যে এই কার্ড পাওয়ার কথা এ বিষয়ে তাদের কোনো ধারণা ছিল না, এমনকি ফ্যামিলি কার্ড কার্যক্রম সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা ছিল না। এছাড়া তালিকা থেকে বাদ পড়ার অন্যান্য কারণ হিসেবে কারও সুপারিশ বা তদবির জোগাড় করতে না পারা, রাজনৈতিক বিবেচনায় স্বচ্ছল ব্যক্তিদের তালিকাভুক্তকরণ, একই পরিবারে একাধিক কার্ড প্রদান, ছবি পরিবর্তন করে তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের কার্ড অন্যদের দিয়ে দেওয়া, ঘুষ না দেওয়া কারণে তাদের বাদ দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি বিষয়গুলো তুলে ধরেন (চিত্র ৩)।

চিত্র ৩: তালিকাভুক্ত না হওয়া উত্তরদাতাদের মতে তালিকাভুক্তিতে অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন (সেবাগ্রহীতার হার)

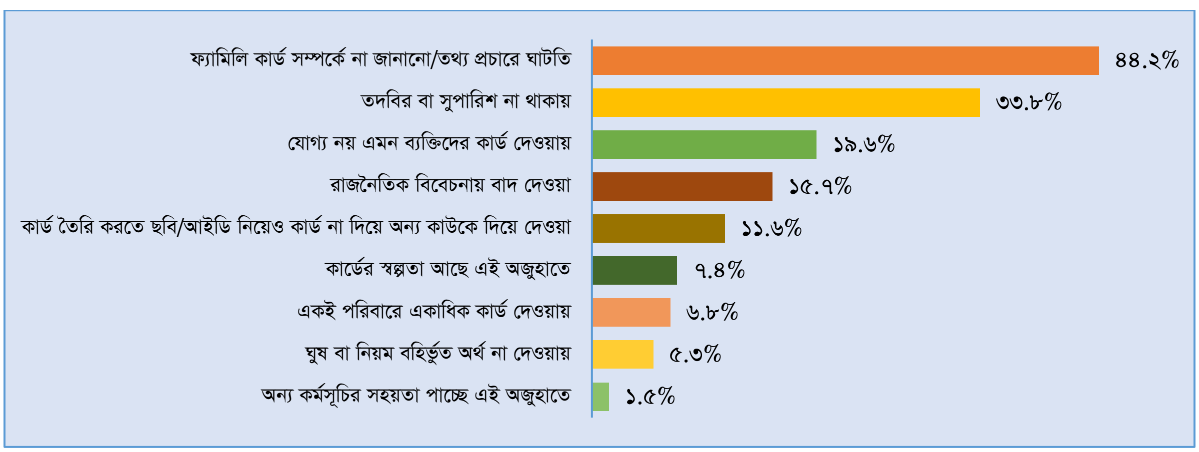

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, '২,৫০০ টাকা নগদ সহায়তা' প্রাপ্ত উপকারভোগীর সকল পরিবার এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা ছিল। তবে সংশ্লিষ্ট একটি দপ্তর থেকে জানানো হয় যে, নগদ সহায়তা কর্মসূচির তালিকা থেকে বিভিন্ন পেশাজীবী ('লকডাউনে' কর্মহীন হয়ে পড়া পরিবহন শ্রমিক, পেশাজীবী ইত্যাদি) ৮ লাখ ৫০ হাজার পরিবারকে বাদ দিয়ে এই তালিকার ৩০ লাখ পরিবারকে ফ্যামিলি কার্ড প্রদান করা হয়েছে। কোন বিবেচনায় ও প্রক্রিয়ায় এই সাড়ে আট লাখ পরিবারকে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা যাচাইপূর্বক তাদের বাদ দেওয়া হয়েছে কিনা তা জানা যায়নি। ফ্যামিলি কার্ড সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপন ও পরিপত্রেও এ ধরনের কোনো নির্দেশনা লক্ষ করা যায়নি। একদিকে পুরনো তালিকা থেকে সাময়িকভাবে কর্মহীন হয়ে পড়া বিভিন্ন পেশার দরিদ্র পরিবারকে বাদ দেওয়া হচ্ছে আবার অন্যদিকে নতুন তালিকা প্রণয়নে একই ধরনের পেশাজীবীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া নতুন

করে প্রণীত তালিকায় গ্রাম পুলিশ, আনসার সদস্য, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবী, শিক্ষক, ল্যাব টেকনিশিয়ান, চিকিৎসক, পল্লি চিকিৎসক, সাংবাদিক ইত্যাদি ধরনের স্বচ্ছল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এছাড়া সরকারি পরিপত্রে ফ্যামিলি কার্ডের উপকারভোগীর ডাটাবেজ প্রণয়নের সময় দরিদ্র, অসহায়, স্বল্প আয়ের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এমন নির্দেশনা দেওয়া সত্ত্বেও দুর্গম এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিশেষত নারী ও আদিবাসী যাদের সাথে জনপ্রতিনিধিদের যোগাযোগ কম এমন ব্যক্তিদের অনেকে বঞ্চিত হয়েছে বলে উপকারভোগী জরিপ ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য পাওয়া যায়। এ বিষয়ে একজন আদিবাসী উত্তরদাতা বলেন, "এই পার্বত্য এলাকায় অনেক বিধবা, অসহায় মহিলা রয়েছে যারা এই কার্ডটি পায়নি। এমনকি তারা সরকারি কোনো ভাতা/অনুদানই পান না।"

২.৩.২ আর্থিকভাবে সচ্ছল ব্যক্তিদের তালিকাভুক্তি

উত্তরদাতাদের ৫১ দশমিক ৩ শতাংশ মনে করেন তালিকা প্রণয়নের সময় যোগ্য-হতদরিদ্র ব্যক্তিদেরকে বাদ দিয়ে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক সচ্ছল ও রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ ও তাদের আত্মীয়-স্বজনদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ৭৬ দশমিক ১ শতাংশ উত্তরদাতার মতে তালিকায় সচ্ছল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর বাইরে ৬৫ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি তাদের আত্মীয়-স্বজনদের এবং ৪৪ দশমিক ৫ শতাংশ উত্তরদাতার মতে তালিকায় স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি বা রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

চিত্র ৪: উত্তরদাতাদের মতে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কার্ড পাওয়ার অনুপযুক্ত ব্যক্তিবর্গের ধরন (%)

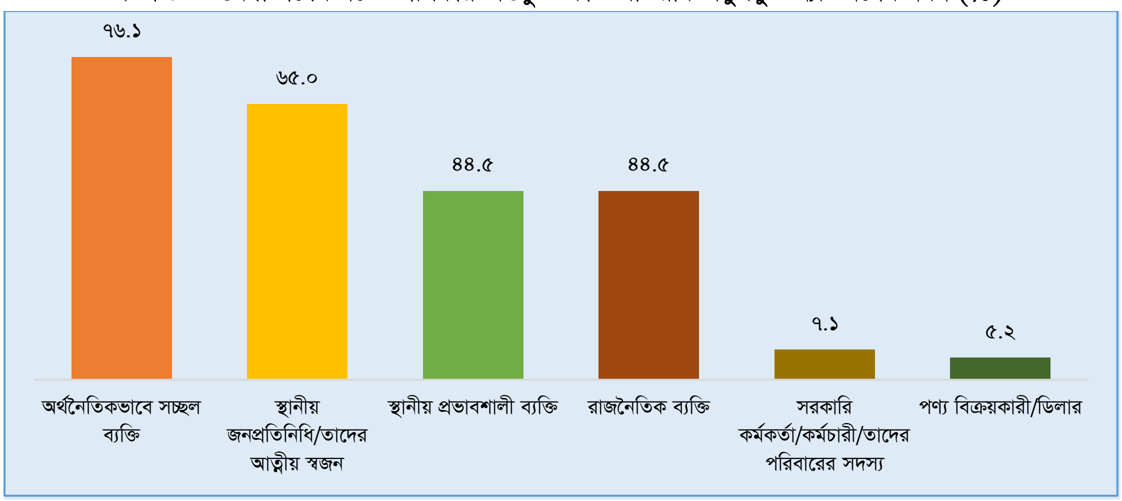

অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয়ে বাদ পড়ার পাশাপাশি কার্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাও অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয়েছে। জরিপে অন্তর্ভুক্ত ফ্যামিলি কার্ডপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের ৪ শতাংশ তালিকাভুক্তি ও কার্ড বিতরণের বিভিন্ন পর্যায়ে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে। হয়রানি ও পরবর্তীতে সরকারি সুযোগ-সুবিধা হতে বঞ্চিত হওয়ার ভয়ে এসব উত্তরদাতাদের অধিকাংশ অনিয়ম ও দুর্নীতি বিষয়ে মন্তব্য করতে চাননি।

তৃতীয় অধ্যায়

ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে পণ্য ক্রয়

কোভিড-১৯ মহামারির অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের লাগামহীন বৃদ্ধির কারণে নিম্ন আয়ের বিপুল সংখ্যক পরিবার বিপাকে পড়েছে। ফলে সাশ্রয়ীমূল্যে টিসিবি'র পণ্য পেতে মানুষের লাইন দিনদিন দীর্ঘ হয়েছে।[২১] টিসিবি'র পণ্যের চাহিদা স্বল্প আয়ের জনগণের জন্য সরকারের গৃহীত একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ ছিল, যা পরবর্তীতে একটি কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আনার প্রয়াস চালানো হয়। এ সময় বিক্ষিপ্তভাবে পণ্য বিক্রির পরিবর্তে একটি নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

৩.১ ফ্যামিলি কার্ডে পণ্য ক্রয়ে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাংলাদেশ ট্রেডিং কর্পোরেশন বা টিসিবি রাজধানীর বাজরের ৩২ ধরনের খাদ্যপণ্যের দামের ওঠা-নামার তথ্য সংরক্ষণ করে।[২২] নিত্যপ্রয়োজনীয় এসব পণ্যের তথ্য নাগরিকদের সরবরাহের পাশাপাশি টিসিবি মোট ১৭টি পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণে হস্তক্ষেপ করতে পারে। প্রয়োজনীয় সময়ে এসব পণ্য খোলা বাজারে বিক্রি করে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারমূল্য নিয়ন্ত্রণে কাজ করে টিসিবি। খোলা বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রি করে বাজার নিয়ন্ত্রণের পুরনো ধারণা থেকে সরে এসে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে এসব পণ্য দরিদ্র জনগণের কাছে ভর্তুকি দিয়ে সাশ্রয়ী মূল্যে বিক্রির কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। রমজানের সময় দাম বৃদ্ধি পায় এমন পণ্যগুলো নিয়ে একটি পরিবারের এক মাসের চাহিদা বিবেচনায় প্যাকেজের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। এপ্রিল ২০২২ এ রমজান উপলক্ষে সারাদেশে দরিদ্র পরিবারগুলোর কাছে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে দুই কিস্তিতে ৩-৪টি পণ্যের একটি করে প্যাকেজ বিক্রয় করা হয়। এক্ষেত্রে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য হিসেবে চিনি, মসুর ডাল, ভোজ্যতেল এবং রমজানের পণ্য হিসেবে ছোলা ও খেজুরকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।[২৩] প্রতিটি পণ্য সরকার উপকারভোগীদের কাছে সাশ্রয়ীমূল্যে (সয়াবিন তেল ১১০ টাকা লিটার; চিনি ৫৫ টাকা কেজি; মসুর ডাল ৬৫ টাকা কেজি; ছোলা ৫০ টাকা কেজি) বিক্রয় করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যেখানে সরকারের ভর্তুকি ছিল প্রায় ২৮ শতাংশ।[২৪] তবে সাশ্রয়ীমূল্যে এসব পণ্য ক্রয় করতে যেয়ে কোনো কোনো উপকারভোগী ওজনে কম দেওয়া, ফ্যামিলি কার্ড থাকা সত্ত্বেও পণ্য ক্রয় করতে না পারা[২৫], দীর্ঘসময় লাইনে দাড়িয়েও পণ্য না পাওয়া[২৬], নির্ধারিত স্থানের পরিবর্তে অন্যত্র পণ্য বিক্রয়, অতিরিক্ত অর্থ আদায়, ইত্যাদি অনিয়ম ও দুর্নীতির সম্মুখিন হয়। প্রতিবেদনের এ অধ্যায়ে সুশাসনের ঘাটতির কারণে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে সাশ্রয়ীমূল্যে টিসিবি'র পণ্য ক্রয়ে উপকারভোগীদের অনিয়ম-দুর্নীতির অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হলো।

৩.১.১ প্যাকেজের পণ্যের পরিমাণ ও মূল্য নির্ধারণে অতি দরিদ্র ব্যক্তিদের সামর্থ্য বিবেচনা না করা

টিসিবি পণ্যের একটি প্যাকেজের মূল্য ৪৬০-৫৬০ টাকা নির্ধারণ করে এবং প্যাকেজের আওতায় থাকা সকল পণ্য নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়।[২৭] ফলে প্যাকেজের পণ্যের ধরন ও মূল্য নির্ধারণে সম্ভাব্য উপকারভোগীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত না করায় কোনো কোনো উপকারভোগীর কাছে মনে হয়েছে প্যাকেজের কিছু পণ্য অপ্রয়োজনীয় এবং বাজার তুলনায় সাশ্রয়ী না।[২৮] অনুরূপভাবে নিম্ন আয়ের জনগণের কেউ কেউ ফ্যামিলি কার্ড পেলেও সময়মত অর্থ যোগাড় করতে না পারায় পণ্য কিনতে পারে নি। জরিপে অংশগ্রহণকারী কার্ড পাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ৭.৫ শতাংশ সামর্থ্য না থাকায় একবারও পণ্য ক্রয় করতে পারেনি এবং ৩.৭ শতাংশ একবার পণ্য ক্রয় করতে সক্ষম হলেও দ্বিতীয়বার ক্রয় করার সামর্থ্য ছিল না।

> "স্থানীয় প্রশাসনের কাছ থেকে কার্ড পেয়েছিলাম। কিন্তু টিসিবি'র পণ্য কিনতে পারিনি। পণ্য নিতে গেলে পর্যাপ্ত টাকা না থাকায় সেখান থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে।" - *কার্ডপ্রাপ্ত একজন পরিচ্ছন্নতা কর্মী*
>
> "যেসব যোগ্য পরিবার কার্ড পায়নি তাদের মধ্যে অনেকে ইচ্ছে করেই কার্ড নেননি। কারণ যাতায়াত, রোজ হিসাবে কাজের মজুরি এবং অন্যান্য খরচ হিসেব করে তাদের কাছে এই ট্রাকের পণ্য নেওয়া লাভজনক মনে হয়নি।" - *একজন তথ্যদাতা*

---

[২১] 'নিত্যপণ্যের দামে মানুষের নাভিশ্বাস'; দি ডেইলি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড; ঢাকা; তারিখ: ১২ মার্চ ২০২২।
[২২] '৩২টি নিত্যপণ্যের ১৯টির দাম বেড়েছে'; জাগো নিউজ টুয়েন্টিফোর ডট কম; ঢাকা; ১৯ মে ২০২২।
[২৩] '২৮% ভর্তুকিতে টিসিবি'র 'প্যাকেজ পণ্য' বিক্রয় করবে সরকার'; দৈনিক ইনকিলাব; ঢাকা; ১৯ মার্চ ২০২২।
[২৪] প্রাগুক্ত ...।
[২৫] 'টিসিবি'র পণ্য বিতরণে অনিয়ম'; দৈনিক যুগান্তর; ঢাকা; ০৬ এপ্রিল ২০২২।
[২৬] 'টিসিবি'র পণ্য নিয়ে নানা অভিযোগ'; সময় নিউজ; ঢাকা; তারিখ: ২২ মার্চ ২০২২।
[২৭] প্রাগুক্ত ...।
[২৮] 'টিসিবির পণ্য বিক্রিতে অনিয়মের অভিযোগ'; দৈনিক সময়ের আলো; ঢাকা; ১ মে ২০২২।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্যাকেজের সকল পণ্য প্রয়োজনীয় মনে না হওয়ায় কিনতে অনাগ্রহী ছিলো। পণ্য ক্রয় করেছে জরিপে অংশগ্রহণকারী এরকম উপকারভোগীদের ৯৪ শতাংশ পণ্যগুলো প্রয়োজনীয় বলে মতামত দিয়েছেন। তবে প্যাকেজে চাল (৮৩.৩ শতাংশ), আটা (৩৭.৮ শতাংশ), চিড়া-মুড়ি (১৫.৯ শতাংশ) ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যও অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন ছিল বলে মনে করেন উপকারভোগীরা (চিত্র ৫)।

চিত্র ৫: প্যাকেজে যেসকল পণ্য অন্তর্ভুক্ত করা যেত বলে উপকারভোগীদের মনে হয়েছে (%)

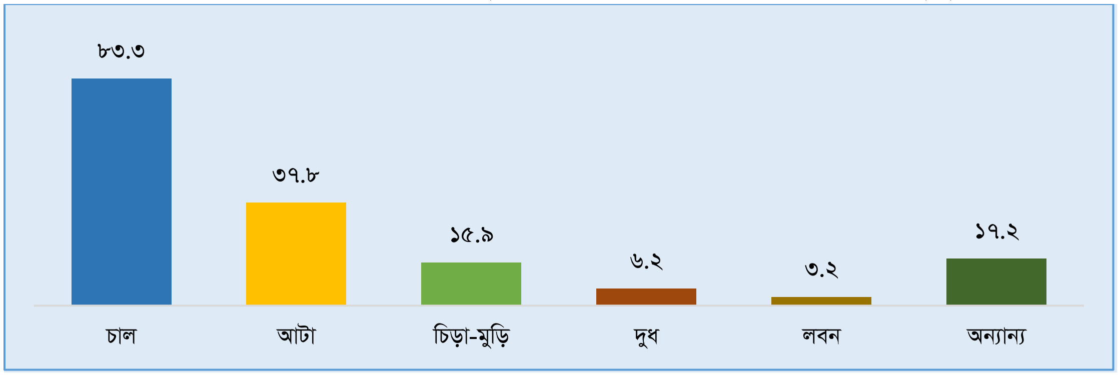

৩.১.২ পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চ্যালেঞ্জ ও টিসিবি'র সক্ষমতার ঘাটতি

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণে ট্রাকে করে খোলা বাজারে পণ্য বিক্রয় টিসিবি'র সবচেয়ে বৃহৎ কার্যক্রম হলেও তার সুফলভোগী ছিল শহরের জনগণ।[২৯] ফলে গ্রমাঞ্চলের মানুষ সাশ্রয়ীমূল্যে পণ্য প্রাপ্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তৈরি হয়েছে বৈষম্য। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গৃহীত এক কোটি পরিবারকে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে সাশ্রয়ীমূল্যে পণ্য বিক্রয়ের কার্যক্রমটি টিসিবি'র সবচেয়ে বৃহৎ এবং এর ব্যাপ্তি প্রত্যন্ত এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। মানুষের কাছে সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে টিসিবি দেশব্যাপী ২,৮৮১ জন ডিলার নিয়োগ দেয় এবং ১৬টি মজুদাগার প্রস্তুত করা হয়।[৩০] স্থানীয় পর্যায়ে ডিলাররা টিসিবি'র সংশ্লিষ্ট গোডাউন/মজুদাগার বা জেলা প্রশাসক ও ইউএনও'র কাছ থেকে প্যাকেজের পণ্য বুঝে নিয়ে নির্ধারিত স্থানে ফ্যামিলি কার্ডধারীদের কাছে বিক্রি করে। এ বিক্রয় কার্যক্রমে টিসিবির কিছু প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জের কারণে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হতে হয়।

১. **জনবল ও অবকাঠামোগত চ্যালেঞ্জ:** ডিলার (২,৮৮১ জন) এবং মজুদাগারের (১৬টি) সংখ্যা বিবেচনায় টিসিবি'র ৪০-৪৫ লাখ উপকারভোগীর কাছে পণ্য বিক্রয়ের সক্ষমতা রয়েছে।[৩১] ফলে প্রায় দ্বিগুণের বেশি উপকারভোগীর কাছে সেবা পৌঁছানোর জন্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর/বিভাগের সহযোগিতা নিতে হয়। ফ্যামিলি কার্ডপ্রাপ্তদের কাছে সাশ্রয়ীমূল্যে পণ্য বিক্রয়ের এ কার্যক্রমে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থানীয় জেলা প্রশাসন ও খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলারদের সহায়তা নিতে হয়েছে। এর ফলে পুরো প্রক্রিয়ায় টিসিবি'র তদারকির ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

> **কার্ডপ্রাপ্ত দুইজন উকারভোগীর মন্তব্য**
>
> "আমাদের এলাকায় কখনই টিসিবি'র কোন ট্রাক আসে না। আমাদের এলাকা থেকে যেখানে টিসিবি'র ট্রাক বসে তার দূরত্ব তিন কিলোমিটারের বেশি। এজন্য এই এলাকার কেউই টিসিবি থেকে পণ্য কিনে না।"
>
> "সকাল ১০টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকে অসুস্থ হয়ে যাওয়ায় পণ্য আনতে পারিনি।"

২. **পণ্য 'লোড'/পেতে কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রতা:** নির্ধারিত মজুদাগার থেকে পণ্য ট্রাকে তোলার পূর্বে ডিলারকে বরাদ্দপত্র নিয়ে টিসিবি'র আঞ্চলিক কার্যালয়/সংশ্লিষ্ট কার্যালয় হতে অনুমোতি নিতে হয়। বরাদ্দপত্র প্রাপ্তিসাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট গোডাউন/কার্যালয়/স্থান থেকে পণ্য বুঝে নেন ডিলার/বিক্রয় প্রতিনিধি। এসময় কোনো কোনো ক্ষেত্রে পণ্য পেতে ডিলারদেরকে নির্ধারিত গুদামে ৬-৮ ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয়। টিসিবি'র অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, জনবল সংকট ও পরিকল্পনায় ঘাটতি থাকায় নির্ধারিত গোডাউন থেকে পণ্য পেতে গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলের ডিলারদের অধিক সময়

---

[২৯] 'টিসিবি'র ট্রাকে পণ্য বিক্রি বন্ধ কেন, ব্যাখ্যা দিলেন বাণিজ্য মন্ত্রী'; বিডি নিউজ টুয়েন্টিফোর ডট কম; ঢাকা; ১৬ মে ২০২২।

[৩০] প্রাগুক্ত...

[৩১] টিসিবি'র কর্মকর্তাদের সাথে মূখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার; ঢাকা; সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ২২ জুন ২০২২।

ব্যয় করতে হয়।[৩২] কখনো কখনো নির্ধারিত পয়েন্টে যেতে সন্ধ্যার পার হয়েছে এবং বিক্রয় কার্যক্রম সমাপ্ত করতে মধ্যরাত অবধি চালু রাখতে হয়েছে।[৩৩]

৩. **দুর্গম এলাকায় পণ্য সরবরাহে টিসিবি'র চ্যালেঞ্জঃ** দেশের বিভিন্ন দুর্গম অঞ্চলগুলোতে, বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম, দ্বীপ ও চরাঞ্চল এবং দুর্যোগপূর্ণ হাওর এলাকায় পণ্য সরবরাহে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয় টিসিবি।[৩৪] বান্দরবান জেলার রুমা উপজেলার দুর্গম পাহাড়ি এলাকার প্রায় ৩,৩০০টি পরিবারের কাছে টিসিবি'র সাশ্রয়ীমূল্যের এসব পণ্য পৌঁছাতে পারেনি উপজেলা প্রশাসন।[৩৫] তাছাড়া টিসিবি'র পণ্য পরিবহনের সময় কোথাও কোথাও ট্রাক কিংবা ট্রলার দুর্ঘটনায়/ডুবে যাওয়ায় ঐসব এলাকার ফ্যামিলি কার্ডধারীরা সাশ্রয়ীমূল্যে পণ্য ক্রয় থেকে বঞ্চিত হয়েছে।[৩৬] যোগাযোগ ব্যবস্থা খারাপ হওয়ায় পরিবহন বাবদ অতিরিক্ত ব্যয় পণ্য বিক্রির কমিশনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ায় চরাঞ্চল ও হাওরাঞ্চলের কিছু ডিলার ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ না করায় এসব অঞ্চলের দরিদ্র জনগণ বঞ্চিত হয়।[৩৭]

৪. **প্রত্যন্ত এলাকার উপকারভোগীদের চ্যালেঞ্জঃ** ডিলারদের অবস্থান বা বিক্রয় পয়েন্ট ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় সংলগ্ন হওয়ায় প্রত্যন্ত এলাকা (বিশেষকরে চরাঞ্চল, হাওর ও দুর্গম পাহাড়ি এলাকার জনগণ) থেকে এসে পণ্য ক্রয়ে আগ্রহী ছিলেন না অনেক কার্ডধারী। কার্ডপ্রাপ্ত ৬৭.৬ শতাংশ উপকারভোগী সাশ্রয়ীমূল্যে পণ্য ক্রয় করলেও যাতায়াত বাবদ তাদেরকে গড়ে ৩৩ টাকা খরচ করতে হয় এবং কোনো কোনো উপকারভোগীকে যাতায়াত বাবদ সর্বোচ্চ ৩০০ টাকা পর্যন্ত খরচ করতে হয়। ফলে ভবিষ্যতে এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে এসব প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশের আগ্রহে ঘাটতি তৈরি হতে পারে।

৫. **দৈনিক উপার্জন ব্যাহতঃ** নির্ধারিত কোনো কোনো বিক্রয় কেন্দ্রে একজন মাত্র বিক্রয়কর্মী থাকায় জরিপে অংশগ্রহণকারী উপকারভোগীদের গড়ে ১.২ ঘন্টা লাইনে অপেক্ষা করতে হয়েছে। সর্বোচ্চ ১০ ঘন্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে কোনো কোনো উপকারভোগীকে। ফলে অধিকাংশক্ষেত্রে উপকারভোগী দৈনিক মজুরি/আয় থেকে বঞ্চিত হয় বা দৈনিক উপার্জন বাধাগ্রস্ত হয়।[৩৮] তাছাড়া পণ্য কেনার লাইনে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ অপেক্ষার কারণে বয়স্ক উপকারভোগীদের কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে পণ্য কিনতে এসে কোনো কোনো উপকারভোগীকে একদিন কর্মহীন থাকতে হয়েছে[৩৯] বা আয় রোজগার ব্যাহত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি করছে।[৪০]

৬. **স্বাস্থ্যবিধি উপেক্ষাঃ** দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২;[৪১] সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮;[৪২] এবং ফ্যামিলি কার্ড সংক্রান্ত সরকারি প্রজ্ঞাপনসমূহে[৪৩] বিক্রয় পয়েন্টে/কেন্দ্রে যথাযথভাবে স্বাস্থ্যবিধি পরিপালনের নির্দেশনা থাকলেও পণ্য ক্রয় করেছেন এমন তথ্যদাতাদের ৩৯.৫ শতাংশ বলেছেন বিক্রয় পয়েন্টে/কেন্দ্রে স্বাস্থ্যবিধি মানা হয় নি। অধিকাংশক্ষেত্রে ক্রেতারাও নিরাপদ শারীরিক দূরত্ব বজায় না রেখে পণ্য কিনতে লাইনে দাঁড়িয়েছেন।

৭. **নারী ও প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য সহায়ক ব্যবস্থা না থাকাঃ** জরিপে অংশগ্রহণকারী ৯.২৫ শতাংশ উপকারভোগী নারী ও প্রতিবন্ধীতাসহ ব্যক্তিদের জন্য পৃথক লাইনের ব্যবস্থা ছিল না বলে অভিযোগ করেছে।

৩.১.৩ বিক্রয় কেন্দ্র/পয়েন্ট থেকে পণ্য ক্রয়ে অনিয়ম-দুর্নীতি

---

[৩২] 'টিসিবির পণ্যের জন্য কাড়াকাড়ি-হাহাকার'; দৈনিক খোলা কাগজ; ঢাকা; ১০ মার্চ ২০২২।

[৩৩] প্রাগুক্ত ...।

[৩৪] 'টিসিবির পণ্য পৌছায়নি দুর্গম পাহাড়ি এলাকায়'; দৈনিক আজকের পত্রিকা; ঢাকা; ২৮ মার্চ ২০২২।

[৩৫] 'টিসিবির পণ্য পৌঁছাবে না দুর্গম পাহাড়ে'; দি ডেউলি স্টার বাংলা; ঢাকা; ২১ মার্চ ২০২২।

[৩৬] 'হাওরে ডুবে গেল টিসিবির পণ্যবাহী নৌকা'; জাগো নিউজ টুয়েন্টিফোর ডট কম; ঢাকা; ২১ এপ্রিল ২০২২।

[৩৭] 'সুনামগঞ্জে টিসিবির পণ্য পাচ্ছেনা মানুষ'; দৈনিক প্রথম আলো; ঢাকা; ১১ মে ২০২২।

[৩৮] 'সিরিয়ালে প্রথম হয়েও লাইনে দাঁড়িয়ে টিসিবির পণ্য পেতে ৩ ঘন্টা'; দৈনিক প্রথম আলো; ঢাকা; তারিখ: ০৯ এপ্রিল ২০২২।

[৩৯] 'টিসিবির লাইনে দাঁড়িয়ে গচ্চা গেল এক দিনের রোজগার'; দৈনিক প্রথম আলো; ঢাকা; ২০ মার্চ ২০২২।

[৪০] প্রাগুক্ত ...।

[৪১] দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন,২০২১২; লজ অব বাংলাদেশ' লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার; তারিখ: ৩০ জুন ২০২২।

[৪২] সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮; 'লজ অব বাংলাদেশ', লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার; তারিখ: ৩০ জুন ২০২২।

[৪৩] প্রাগুক্ত ...

ফ্যামিলি কার্ডপ্রাপ্ত পরিবারগুলো নির্ধারিত বিক্রয় কেন্দ্র/পয়েন্ট থেকে পণ্য কিনতে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়। জরিপে ১৩.৭ শতাংশ উপকারভোগী টিসিবি'র ট্রাক বা ডিলারের কাছ থেকে পণ্য কেনার সময় অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয়েছে, এক্ষেত্রে নারী উপকারভোগীদের ১৩.৮ শতাংশ এবং পুরুষ উপকারভোগীদের ১৩.৭ শতাংশ। অপরদিকে গ্রামাঞ্চলের উপকারভোগীদের ক্ষেত্রে ১৪.৩ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলের উপকারভোগীদের ক্ষেত্রে ১১.৫ শতাংশ টিসিবি'র পণ্য ক্রয়ে অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয়। উল্লেখ্য, কিছুক্ষেত্রে পণ্য ক্রয়ের সময় ডিলার/বিক্রয়কর্মী নিয়ম-বহির্ভূতভাবে প্যাকেজ মূল্যের অতিরিক্ত ৪০-৫০ টাকা বেশি আদায় করেছে।

সারণি ১: পণ্য ক্রয়ে অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন

অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন	শতকরা হার (%)
নিম্নমানের পণ্য বিক্রয়	৩৩.৩
পণ্য বিক্রয়ের সময় সিরিয়াল না মানা	১৫.৫
বিক্রয় পয়েন্টে সময় মতো সরবরাহকারী/ট্রাক না পৌঁছানো	১৩.১
পণ্য সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্য প্রচার না করা/প্রচারে ঘাটতি	১৪.৩
স্বজনপ্রীতি বা প্রভাবশালী/রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে অতিরিক্ত পণ্য বিক্রয়	১০.৭
পণ্য সরবরাহকারী/ট্রাক না আসায় অপেক্ষা করে ফেরত যাওয়া	৯.৫
সিরিয়াল আসার পূর্বেই সরবরাহকারীর মজুদ শেষ হয়ে যাওয়া	৭.১
প্যাকেজে উল্লিখিত পরিমাণের চেয়ে কম পণ্য বিক্রয়	৭.১
তালিকায় নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত দামে পণ্য ক্রয় করতে বাধ্য করা	৭.১

৩.১.৪ বিক্রয় কেন্দ্র/পয়েন্ট থেকে নিম্নমানের পণ্য বিক্রয়

টিসিবি আমদানিকারক ও অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাহিদা অনুযায়ী নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য কিনে মজুদ করে রাখে। ফ্যামিলি কার্ডের জন্য দরপত্রের মাধ্যমে কেনা এসব পণ্য স্থানীয় প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে প্রতিটি জেলায় খাদ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) ও অন্যান্য কিছু নির্ধারিত গুদামে মজুদ করে রাখা হয়।[৪৪] তবে সংরক্ষণের পদ্ধতিগত সমস্যা এবং সরবরাহ ব্যবস্থার ধীরগতি ও প্রান্তিক পর্যায়ে সংরক্ষণ জ্ঞানের অভাবে কিছু পণ্য নষ্ট হয়ে যায়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরবরাহকারী নিম্নমানের পণ্য সরবরাহ করায় উপকারভোগীরা নিম্নমানের পণ্য ক্রয়ে বাধ্য হয়।[৪৫] জরিপে অংশগ্রহণকারী ৩৮.৮ শতাংশ উপকারভোগী প্যাকেটে নিম্নমানের পণ্য পেয়েছেন, এক্ষেত্রে তারা দলাপাকানো ডাল, শক্ত হয়ে যাওয়া চিনি, নিম্নমানের ভোজ্যতেল পাওয়ার অভিযোগ করেন।

চিত্র ৬: প্যাকেজের আওতায় প্রাপ্ত নিম্নমানের পণ্য (উপকারভোগীর %)

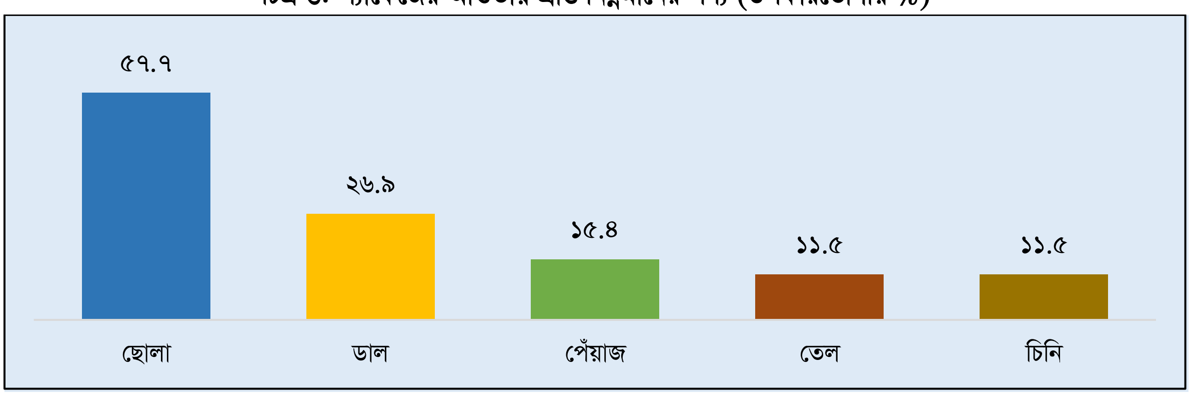

যেসব উপকারভোগী নিম্নমানের পণ্য পেয়েছেন তাদের মধ্যে ৫৭.৭ শতাংশ উপকারভোগী ছোলা, ২৬.৯ শতাংশ ডাল এবং ১৫.৪ শতাংশ উপকারভোগী পেঁয়াজ নিম্নমানের পেয়েছেন। টিসিবি'র মতে, এসব পচনশীল পণ্য মজুদের জন্য ব্যবহৃত জেলা পর্যায়ের কিছু

[৪৪] 'কোটি পরিবারের জন্য সরকারের উদ্যোগ: ফ্যামিলি কার্ডে দরিদ্রের হাতে টিসিবির পণ্য'; দৈনিক সমকাল; ঢাকা; ২১ মার্চ ২০২২।
[৪৫] 'টিসিবির পেঁয়াজ নিয়ে বিপাকে সবাই'; জাগো নিউজ টুয়েন্টিফোর ডট কম; ঢাকা; ০৯ এপ্রিল ২০২২।

খাদ্য গুদামে/ ডিলারদের দোকানে যথাযথ আদর্শমান অনুসরণ না করায় পণ্য নষ্ট হয়েছে। এক্ষেত্রে কয়েকটি জেলায় পণ্য বদল করে দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে।[৪৬]

৩.১.৫ বিক্রয় কেন্দ্র/পয়েন্ট থেকে পণ্য বিক্রয়ে পরিমাণে/ওজনে কম দেওয়া

ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে পণ্য বিক্রির পূর্বে একজন ক্রেতা ট্রাকে থাকা যে কোন এক বা একাধিক পণ্য নির্দিষ্ট পরিমাণে কিনতে পারতেন। তবে এক্ষেত্রে ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী পণ্য মেপে দেওয়া কিছুটা সময়সাপেক্ষ বিষয় ছিল। ফলে সময় সাশ্রয় ও অপচয় রোধে প্যাকেজের সকল পণ্য নির্ধারিত পরিমাণ অনুযায়ী প্যাকেটজাত করে ফ্যামিলি কার্ডধারী ব্যক্তিদের কাছে বিক্রি করা হয়। তাৎক্ষণিকভাবে মেপে পণ্য বিক্রির সময় কিছুটা কমলেও জরিপে অংশগ্রহণকারী কোনো কোনো উপকারভোগী কিছুক্ষেত্রে প্যাকেট ছেঁড়া এবং পরিমাণে (১০০-২০০ গ্রাম) কম দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন।[৪৭] ওজনে/পরিমাণে কম দেওয়ার কারণে দেশের বিভিন্ন জায়গায় উপকারভোগীদের বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে দেখা গেছে।[৪৮] একজন উপকারভোগী মন্তব্য করেছেন, "তেল ছাড়া সবগুলো প্যাকেট ফাটা ছিল। প্রত্যেকটা প্যাকেটে আধপোয়া (১০০-১৫০ গ্রাম) কম ছিল।"

৩.২ তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ

১. **তথ্য প্রকাশ ও প্রচার:** স্থানীয় পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রতিটি কার্ড ইস্যু করার দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও, উপকারভোগীদের অবহিতকরণ ও প্রচারণায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। তবে অধিকাংশক্ষেত্রে ঘাটতি লক্ষ করা গেছে।[৪৯] জরিপে অংশগ্রহণকারী কার্ড না পাওয়া উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪৪.২ শতাংশ ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। তাছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসূচির উপকারভোগীদের তালিকা প্রকাশ করা হয় নি।

২. **মূল্যসহ পণ্য তালিকা প্রদর্শন:** টিসিবি'র ওয়েবসাইটে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে প্রাপ্ত চারটি পণ্যের মূল্য তালিকা প্রদর্শিত রয়েছে।[৫০] তবে অনেকক্ষেত্রে পণ্য বিক্রয় কেন্দ্রে/পয়েন্টে মূল্যসহ পণ্য তালিকা প্রদর্শন করা হয় নি। জরিপে ৪৬.৬ শতাংশ উপকারভোগী বলেছেন বিক্রয় কেন্দ্রে/পয়েন্টে মূল্য তালিকা ছিল না।

৩. **অবহিতকরণ:** সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক পণ্য বিক্রয়ের চারদিন পূর্বে মাইকিং করে পণ্য বিক্রয়ের স্থান ও সময় জনসাধারণকে জানিয়ে দেওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।[৫১] তবে জরিপে ১৪.৯ শতাংশ বলেছেন পণ্য বিক্রয় তারিখ/ কেন্দ্রের অবস্থান সংক্রান্ত কোনো তথ্য পাননি বা প্রচারণা ছিল না।

৩.৩ জবাবদিহি ব্যবস্থায় ঘাটতি

টিসিবি'র ফ্যামিলি কার্ড পেতে রাজনৈতিক প্রভাব, স্বজনপ্রীতি এবং ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ থাকলেও ব্যবস্থাপনার ঘাটতির কারণে বেশিরভাগ ব্যক্তি অভিযোগ করা থেকে বিরত থাকেন। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে টিসিবি ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ ও পণ্য বিক্রিতে অনিয়মের তথ্য পেলেও, জবাবদিহি প্রতিষ্ঠায় কার্যকর 'অভিযোগ নিরসণ ব্যবস্থা' না থাকায় কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না।[৫২] জেলা পর্যায়ে ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ ও পণ্য বিক্রয় কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব জেলা প্রশাসকদের হওয়ায় টিসিবি সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহি নিশ্চিতে ব্যর্থ হয়েছে।[৫৩]

জরিপে তালিকাভুক্তি, কার্ড বিতরণ ও পণ্য ক্রয়ে অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হওয়া উপকারভোগীদের ৮৯.৯ শতাংশ অভিযোগ করেনি বা করতে পারেনি। তাদের মধ্যে ৩৪.৩ শতাংশ ঝামেলা/হয়রানি/নেতিবাচক পরিস্থিতির ভয়ে, ৩১.৫ শতাংশ কিভাবে অভিযোগ করতে হয় জানা না থাকায় এবং ২৭.৪ শতাংশ প্রয়োজন মনে না করায় অভিযোগ করে নি (চিত্র ৭)।

[৪৬] টিসিবি'র কর্মকর্তাদের সাথে মূখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার; তারিখ - ২২ জুন ২০২২।

[৪৭] 'টিসিবির পণ্য ওজনে কম, ছুটে এলেন ইউএনও-এসিল্যান্ড'; দৈনিক বাংলা ট্রিবিউন; ঢাকা; ২২ মার্চ ২০২২।

[৪৮] 'নবীগঞ্জে টিসিবির পণ্য ওজনে কম দেওয়ায় বিক্ষোভ'; এনটিভি অনলাইন; ঢাকা; ২২ মার্চ ২০২২।

[৪৯] `Family Cards confuse many: Some don't know where to get them, return home from TCB outlets empty-handed'; The Daily Star; Dhaka; 21 March 2022.

[৫০] টিসিবি'র পণ্য মূল্য তালিকা; www. tcb.gov.bd; সর্বশেষ ভিজিট: ১২ জুলাই ২০২২।

[৫১] '১ কোটি ফ্যামিলি কার্ড নির্ভুল করা প্রয়োজন'; খোলা হাওয়া টুয়েন্টিফোর ডট কম; ঢাকা; ০১ মার্চ ২০২২।

[৫২] 'দরিদ্রের পণ্য সচ্ছলদের পেটে'; দৈনিক সময়ের আলো; ঢাকা; ২৮ মার্চ ২০২২।

[৫৩] প্রাগুক্ত ...।

চিত্র ৭: অভিযোগ না করার কারণ (%)

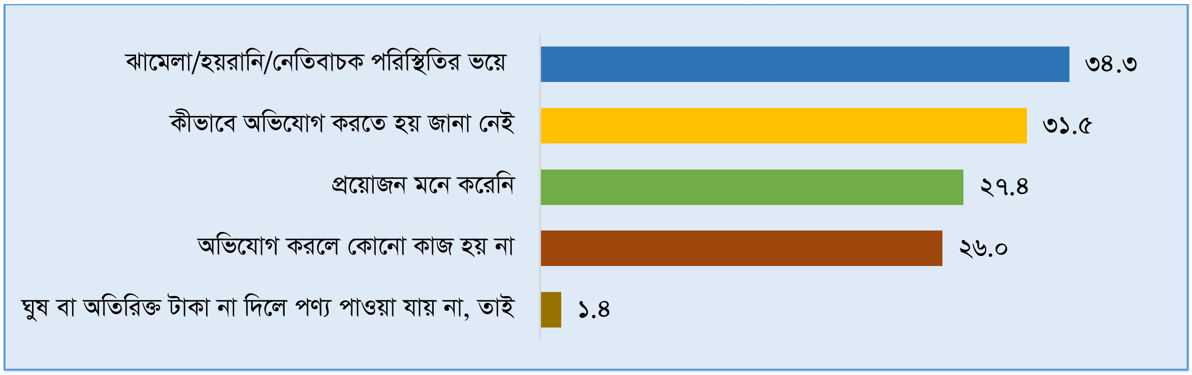

অপরদিকে টিসিবি'র পক্ষ থেকেও ডিলারদের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ জানানোর কোনো ব্যবস্থা (ব্যক্তি কিংবা হটলাইন নম্বর) বিক্রয় কেন্দ্রে/পয়েন্টে রাখা হয়নি। তবে কেউ অভিযোগ করতে চাইলে স্থানীয় প্রশাসন/জনপ্রতিনিধির কাছে করার সুযোগ থাকলেও এ বিষয়ে উপকারভোগীদের অবহিত করা হয়নি।

চতুর্থ অধ্যায়

সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ

৪.১ সার্বিক পর্যবেক্ষণ

গবেষণা প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে নিম্ন আয়ের পরিবারগুলো ফ্যামিলি কার্ড প্রাপ্তি এবং সাশ্রয়ীমূল্যে পণ্য ক্রয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুশাসনের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচি জনস্বার্থে গৃহীত সরকারের একটি কর্মসূচি; সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের সক্ষমতা যাচাইপূর্বক যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি না নিয়েই দ্রুত এ ধরনের কর্মসূচি গ্রহণের ফলে বিভিন্ন পর্যায়ে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ পরিলক্ষিত হয়েছে। উপকারভোগীর তালিকাভুক্তি ও পণ্য ক্রয়ে স্বচ্ছতার ঘাটতি ও অনিয়ম-দুর্নীতির ফলে একদিকে প্রকৃত উপকারভোগীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ফ্যামিলি কার্ড তালিকা থেকে বাদ পড়ে গিয়েছে, অন্যদিকে উপকারভোগীদের চাহিদা, পণ্য ক্রয়ের সামর্থ্য, এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রবেশগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তির বিষয়গুলো যথাযথভাবে বিবেচনা না করায় দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে এই ইতিবাচক উদ্যোগের সুফল যথাযথভাবে পৌঁছাচ্ছে না, যা এই কর্মসূচির উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করেছে। তথ্য প্রকাশ ও প্রচারে ঘাটতি থাকার কারণে লক্ষিত উপকারভোগীদের উল্লেখযোগ্য অংশ এই কার্যক্রমের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং একই সাথে দুর্নীতির শিকার হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচিতে কার্যকর অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা না থাকায় দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের জবাবদিহির আওতায় আনা সম্ভব হয়নি।

৪.২ সুপারিশ

ক. উপকারভোগী তালিকাভুক্তকরণ ও কার্ড বিতরণ

১. জনপ্রতিনিধি কর্তৃক উপকারভোগীদের প্রাথমিক তালিকা তৈরির পর ওয়ার্ড সভার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের মতামতের ভিত্তিতে তালিকা চূড়ান্ত করতে হবে; এক্ষেত্রে নারী, প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি, দলিত, আদিবাসী, প্রভৃতি প্রান্তিক ও দুর্গম এলাকার জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

২. উপকারভোগীর চূড়ান্ত তালিকা স্থানীয় পর্যায়ে (ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা সিটি কর্পোরেশন) প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। সারাদেশ থেকে সংগৃহীত মোট উপকারভোগীর তালিকা মন্ত্রণালয়/টিসিবি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

৩. শুধু দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মাধ্যমে ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ করতে হবে এবং বিতরণের সময়, তারিখ ও স্থান ইত্যাদি তথ্য সকল পর্যায়ে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. বিনামূল্যে তালিকাভুক্তি ও কার্ড বিতরণে অর্থ লেনদেন না করার বিষয়ে উপকারভোগীদের সচেতন করতে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম (যেমন: এসএমএস প্রদান, ফ্যামিলি কার্ডে এধরনের তথ্য মুদ্রণ করে দেওয়া ইত্যাদি) পরিচালনা করতে হবে। এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হলে কোথায় অভিযোগ জানাতে হবে তা প্রচার করতে হবে।

খ. সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য বিক্রয় ও তদারকি

৫. উপকারভোগীদের চাহিদা ও সামর্থ্য যাচাইয়ের মাধ্যমে প্যাকেজে পণ্যের ধরন, পরিমাণ ও মূল্য নির্ধারণ করতে হবে; প্যাকেজভিত্তিক পণ্য বিক্রয়ের পাশাপাশি অতি দরিদ্র ব্যক্তি যাদের প্যাকেজের সকল পণ্য একসাথে ক্রয়ের সক্ষমতা নেই তাদের চাহিদা ও সামর্থ্য অনুযায়ী স্বল্প পরিমাণে পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৬. পণ্যের গুণগত মান, পরিমাণ, কেন্দ্র/পয়েন্ট খোলা থাকার সময় এবং অবস্থান পরিবীক্ষণে 'ট্যাগ টিম'-এর কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

৭. বিক্রয় কেন্দ্রের/পয়েন্টের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং এসব কেন্দ্র লক্ষিত জনগোষ্ঠীর কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

গ. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি

৮. প্যাকেজে পণ্যের ধরন, পরিমাণ, নির্ধারিত মূল্য, ইত্যাদি তথ্য বিক্রয়কেন্দ্রে প্রদর্শন করতে হবে; অভিযোগ দায়ের করার সুবিধার্থে টিসিবি/সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রপাপ্ত ব্যক্তির হটলাইন নম্বর/দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর, ইত্যাদি প্রদর্শন করতে হবে।

৯. তালিকাভুক্তি ও সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য বিক্রয় করার ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

১০. উপকারভোগীর প্রণীত তালিকা ও তালিকা প্রস্তুত প্রক্রিয়া নিয়ে একটি স্বাধীন নিরীক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে, এবং ইতিমধ্যে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত স্বচ্ছল পরিবারগুলোকে বাদ দিতে হবে।